দৈনিক জনকণ্ঠ

MAY 15 2002

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সফর ॥ দিনাজপুরে গণচাঁদাবাজি- স্কুল মাদ্রাসার শিক্ষকরা প্রধান টার্গেট

দিনাজপুর, ১৪ মে, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সফর ও সেমিনার উপলক্ষে দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলা প্রশাসন গণহারে চাঁদা তুলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে এর বেশিরভাগ শিকার হয়েছেন বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল, হাইস্কুল, মাদ্রাসার শিক্ষকরা। প্রায় ৩ লক্ষাধিক টাকার চাঁদা আদায় করা হলেও সেমিনার, তোরণ নির্মাণ ও আপ্যায়নখাতে নামমাত্র টাকা খরচ করে সিংহভাগ টাকা আয়োজকরা পকেটে ভরেছেন বলেও অভিযোগ এসেছে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহছানুল হক দু'দিনের সফরে মঙ্গলবার দিনাজপুরে এসেছেন। সফরের প্রথম দিনে তিনি চিরিরবন্দর উপজেলা পরিষদ চত্বরে 'নকল প্রতিরোধ' বিষয়ক এক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষকদের অভিযোগ, মন্ত্রীর সফর ও সেমিনার উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন তাদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করেছে। যারা দিতে আপত্তি করেছেন, তাদের বেতন থেকেও অগ্রিম হিসাবে চাঁদার টাকা কেটে নেয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে চিরিরবন্দর উপজেলায় গিয়ে দেখা যায়, বেশ জমজমাটভাবে সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক প্রাথমিক স্কুলের এক শিক্ষক আক্ষেপ করে বলেন, "সরকারের তহবিল কি এতই শূন্যের কোঠায় নেমে গেছে যে, দরিদ্র শিক্ষকদের বেতনের টাকা কেটে মন্ত্রীর সেমিনার করতে হয়? একজন কলেজ শিক্ষক জানান, মন্ত্রীর সফর উপলক্ষে শিক্ষকদের তিনটি ভাগে ভাগ করে উপজেলা প্রশাসন চাঁদার হার নির্ধারণ করে। উপজেলা ৪টি কলেজের প্রায় ১২০ শিক্ষকের প্রতিজনের কাজ থেকে নেয়া হয় ৬০ টাকা। ৭০টি হাইস্কুল ও মাদ্রাসার প্রায় ৭শ' শিক্ষকের প্রতিজনের কাছ থেকে ৫০ টাকা এবং ১৫০টি সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের প্রায় ৭শ' শিক্ষকের প্রতিজনের কাছ থেকে ৪০ টাকা করে নেয়া হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শিক্ষক ছাড়াও মন্ত্রীর সফরকে পুঁজি করে উপজেলা প্রশাসন ১২ জন ইউপি চেয়ারম্যান, খাদ্য বিভাগ, ত্রাণ বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ, ঠিকাদার ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও প্রচুর টাকা উঠিয়েছে।